দৈনিক সংবাদ

JUN 06 2002

শিক্ষক না চোর?

এক সময় শিক্ষকদের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো; কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকরা সেই সম্মান খুব বেশি পাচ্ছেন না। এর কারণ হিসেবে আমরা মনে করি বর্তমান সময়ের সব ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শিক্ষকদের প্রতি সম্মানবোধ কমে গেছে এবং এখনকার সব শিক্ষার্থী উগ্র, অভদ্র, বেপরোয়া ইত্যাদি; কিন্তু কিছুসংখ্যক হলেও ভদ্র এবং বিনীত ছাত্রছাত্রী এখনও দেখা যায়। আসলে শিক্ষকদের সম্মান কমে যাওয়ার জন্য শিক্ষকরা কি মোটেই দায়ী নন? যখন একজন ছাত্র বা ছাত্রী দেখে যে একজন শিক্ষক দুর্নীতি করে যাচ্ছেন, ছাত্রছাত্রীদের টাকা আত্মসাৎ করছেন, তখন তার প্রতি ওই ছাত্র বা ছাত্রীর সম্মানবোধ কমে যায়। কিছুদিন আগে আমাদের কলেজের একজন ছাত্রের মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'বি. এল. কলেজের প্রতারণা' সংক্রান্ত খবরটি পড়ে শিক্ষকদের টাকা আত্মসাতের আর একটি অধ্যায় সম্পর্কে জানতে পারলাম।

এখানে আমি আরও একটি বিষয় তুলে ধরলাম। আমাদের বি.এল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের চলাচলের সুবিধার্থে কোন বাস নেই। এজন্য গত ১৯৯৭-৯৮ সেশন থেকে কলেজে ভর্তির সময় বাস কেনা বাবদ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ হতে টাকা নেয়া হচ্ছে। নোটিশ বোর্ডে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল ১৯৯৭-৯৮ সালেই কলেজের বাস কেনা হবে। আজ ২০০২ সাল। অথচ কলেজের জন্য কোন বাস নেই। এই ৪-৫ বছরে বাস ক্রয় বাবদ ছাত্রছাত্রীদের কাছে থেকে কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকা নেয়া হয়েছে। জানি না আদৌ কোন বাস আমাদের কলেজের জন্য কেনা হবে কিনা। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করলে তারা জানান পরবর্তীতে সব হবে এবং এভাবেই বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে।

দুঃখের বিষয় অনেক শিক্ষার্থীই খোঁজ রাখে না তারা ভর্তির সময় কোন্ কোন্ খাতে টাকা দিচ্ছে এবং সেই টাকার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা। ফলে আমাদের কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বাস কেনা বাবদ টাকা বছরের পর বছর শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন। এই যদি একটি কলেজের অধিকাংশ শিক্ষকের কার্যকলাপ হয়ে থাকে তবে তাদেরকে কি শিক্ষক বলা যায়, নাকি সম্মান দেখানো যায়? এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ কামনা করছি।

সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে-
কামরুল হাসান
বি.এসসি (অনার্স)
পদার্থবিদ্যা, ২য় বর্ষ
সরকারি বি.এল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
দৌলতপুর, খুলনা।